তারিখ [illegible] 2002
পৃষ্ঠা [illegible] কলাম ৪

ভোরের কাগজ

শিক্ষাখাতে এক বছর শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক

দেশে ৩০ শতাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাদানের মান খুবই নিচু

কাগজ প্রতিবেদক : 'শিক্ষা ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও সংস্কারের এক বছর' শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠকে শিক্ষাবিদরা বলেছেন, দেশের বর্তমান পরিবেশ শিক্ষার অনুকূল নয়। স্কুলে লেখাপড়া হয় না। বাড়িতে ছাত্রছাত্রীরা সারাদিন ডিশ দেখা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। তারা বলেন, লেখাপড়ার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি অবশ্যই প্রাথমিক স্তর থেকেই ইংরেজি এবং কম্পিউটার জ্ঞান অর্জন অত্যাবশ্যক করতে হবে। নতুবা বাংলাদেশ আধুনিক বিশ্ব থেকে ছিটকে পড়বে।

রাজধানীর বিয়াম মিলনায়তনে শিক্ষা মন্ত্রণালয় আয়োজিত এই গোলটেবিল বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষা সচিব শহিদুল আলম। বক্তব্য রাখেন শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহসানুল হক মিলন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমেদ, শিক্ষা সংস্কার কমিশনের অধ্যাপক আব্দুল বারী এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানরা।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, গত এক বছরে সরকার শিক্ষা সংস্কারের ক্ষেত্র তৈরি করেছে। তবে ইংরেজি শিক্ষা বাধ্যতামূলক, সেমিস্টার পদ্ধতি চালু, ৩ বছর পর পর শিক্ষা কারিকুলাম পরিবর্তন, শিক্ষকদের বিশেষ বেতন প্রদান, শিক্ষক নিয়োগে আরো নিয়ন্ত্রণসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বলেন, ছাত্রদের ঋণ প্রদান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিকালের শিফট চালুসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করে শিক্ষা ব্যবস্থাকে সাজানোর চিন্তাভাবনা আমরা করছি।

শিক্ষা সচিব বলেন, দেশের ৩০ শতাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাদানের মান

● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৪

দেশে ৩০ শতাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের

● শেষের পাতার পর

খুবই নিম্ন। এগুলো বন্ধ করার চিন্তা আমরা করছি। তবে তা নির্ভর করছে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের ওপর।

বৈঠকে অধ্যাপক এমাজউদ্দিন বলেন, আগামী ২০ বা ৫০ বছর পর আমরা কি অবস্থায় থাকবো এটা নির্ভর করছে জাতিকে শিক্ষিত করার ওপর। শিক্ষার প্রতি আমাদের অনীহা পরিলক্ষিত হচ্ছে। সম্প্রতি জার্মানি ঘুরে দেখেছি সেখানে ৯টা থেকে ৪টা পর্যন্ত শিশুদের স্কুলে রাখা হয়। অথচ আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুপুর ২টার পর অধিকাংশ শিক্ষক থাকেন না। ছাত্রছাত্রীরা ইংরেজিও জানে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিগুলো পড়ে আছে। তিনি বলেন, শিক্ষার সঠিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে শিক্ষকরা বিশেষ অবদান রাখতে পারেন। এজন্য উচ্চ বেতন দিয়ে ভালো ছাত্রদের এ পেশায় নিযুক্ত করতে হবে।

অধ্যাপক আবদুল বারী বলেন, আগের মতো সাধারণ লোক এখন আর শিক্ষার প্রতি যত্নবান নন। বাংলাদেশের অধিকাংশ স্কুলে একই সঙ্গে সব ক্লাস হওয়ার স্থানও নেই। এখানে ৬০ জনের জন্য একজন শিক্ষক। ছাত্রছাত্রীদের খবরও কেউ নিতে পারে না। তিনি বলেন, নকল ক্ষত নির্মূলের আগে শিক্ষার অন্যান্য সমস্যা সমাধান করতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা ফিরে এলে নকল নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে হবে না। তিনি বলেন, আমরা শিক্ষা সংস্কার কমিশন থেকে ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করতে বলিনি, বলেছি লেজুড়বৃত্তি বন্ধ করতে।

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. আব্দুল মোমিন চৌধুরী বলেন, শিক্ষাঙ্গন নিষ্প্রভ। মনে হয়, শিক্ষকরা শুধুই চাকরি করেন। তাদের মধ্যে কোনো মিশন বা আদর্শ কাজ করে না। তিনি বলেন, বর্তমান অবস্থায় নকল বন্ধ করে কোনো কাজ হবে না। সম্প্রতি রাজশাহী কলেজের ডিগ্রির গণিত বিষয়ে নকল প্রতিরোধ করতে গিয়ে খাতা বদলের কেলেঙ্কারির ঘটনা ঘটেছে।

ঢাকার আইডিয়াল স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ মোহাম্মদ ফয়েজ বলেন, আইডিয়াল ভালো কেন? ভালো এ জন্য যে, সরকারি আইন ভেঙে আমরা ক্লাস ওয়ান থেকে ছাত্রদের ইংরেজি পড়াচ্ছি। নিয়মিত ক্লাস এবং সেমিস্টার সিস্টেম চালু করে নিয়মিত পরীক্ষা নিচ্ছি।

নটরডেম কলেজের অধ্যক্ষ ফাদার বেনজামিন ডি কস্তা বলেছেন, সেমিস্টার সিস্টেম চালু করে ছাত্রছাত্রীদের সার্বক্ষণিক ব্যস্ত রাখতে হবে। আমরা এটা করেছি। তাহলে ছেলেরা রাজনীতি বা বাজে কাজে ব্যস্ত থাকার সুযোগ পাবে না। তিনি বলেন, সরকার মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের বেতন দিতে বছরে ১ হাজার ৮০০ কোটি টাকা ব্যয় করে। অথচ এর ফলাফল কি?

মণিপুরী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সবদার আলী বলেছেন, এখন শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ নেই। আমি শিক্ষা দিতে গিয়ে ছাত্রদের হাতে পাঁচবার মার খেয়েছি। তবু ছাত্রদের ঠিক মতো পড়ানোর চেষ্টা করছি। কিন্তু বাসার পরিবেশতো শিক্ষা উপযোগী নয়। সুতরাং যতোই নীতিনির্ধারণ করা হোক, সার্বিক পরিবেশ ফিরিয়ে না আনলে জাতির উপকার হবে না।

বাংলা কলেজের অধ্যক্ষ ফিরোজা বেগম বলেছেন, শিক্ষকরা ভালো কাজ করতে চান। তাছাড়া অধ্যক্ষদের স্বাধীনভাবে কিছু কাজ করার সুযোগ সরকারকে দিতে হবে। কথায় কথায় বোর্ড বা মন্ত্রণালয়ে আর ধর্ণা দিতে চাই না।

গবর্মেন্ট ল্যাবরেটরি স্কুলের প্রধান শিক্ষক রশিদ উদ্দিন জাহিদ বলেন, নতুন সমস্যা হচ্ছে, কোনো কোনো ছাত্র প্রাইভেট পড়ে আগে-ভাগে সিলেবাস পড়ে নিচ্ছে। তারা ক্লাসে আর মনোযোগী হতে চায় না। তিনি আরো বলেন, ১০টা থেকে ৪টা পর্যন্ত স্কুলে ছাত্ররা কি শুধু পাঠ্যবই নিয়ে থাকবে? ছাত্রদের স্কুলের সময়গুলো কি বৈজ্ঞানিক উপকরণ দিয়ে আনন্দঘন করা যায় না?